যায়যায়দিন

তারিখ 3 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮

মিট দ্য রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ -যায়যাদি

মিট দ্য রিপোর্টার্সে শিক্ষামন্ত্রী
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এ সরকারই বাস্তবায়ন করবে

যায়যাদি রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দেয়ার জন্য ২১ কোটি বই ছাপার কাজে হাত দিয়েছে সরকার। এজন্য বাজেটে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে শিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকার সেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করবে। রোববার 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' বিষয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত মিট দ্য রিপোর্টার্সে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ২০০০ সালে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। অন্যান্য সরকারের সময় প্রণীত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলোকে নতুন শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নতুন সরকার এসে পাঁচ বছর ধরে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা আর বাস্তবায়ন করার সুযোগ পায় না। করবে : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

করবে : শিক্ষানীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিগগিরই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা এ সরকারই বাস্তবায়ন করবে বলে তিনি জানান।

সারাদেশে কয়টি মাদ্রাসা এবং কওমি মাদ্রাসা আছে দেশের জেলা প্রশাসকদের একটি হিসাব দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চরম দুর্নীতির আখড়া উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনে ১৮০০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ঢেলে সাজাতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জবাবদিহি ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। তিনি শিক্ষার সঙ্গে দুর্নীতিকে থাকতে না দেয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ার করেন।

তিনি জানান, ২০১৫ সালের মধ্যে সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সরকার ২০১১ সালের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী সব শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ঝরেপড়া রোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার দেশের আদিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া হাওর-বাঁওড়, চা-বাগান, মঙ্গা, চর ও বিলাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে। এ অঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়ন আরো বাড়াতে এ ধরনের দুই হাজার গ্রামে প্রায় দেড় হাজার নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। হাওর-বাঁওড়, চর, মঙ্গা, বন্যাপীড়িত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি ও খাদ্য সহায়তা দেয়া হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন আদিবাসীদের বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

এবার প্রাথমিক স্কুলে সব শিক্ষার্থীকে নতুন বই দেয়া হবে। সারাদেশে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে নানা ধরনের বিভাজন তৈরি হচ্ছে। রেজিস্টার্ড এবং কমিউনিটি শিক্ষকদের শতভাগ সরকারি বেতনের অংশ দেয়া হবে। তিনি বলেন, সরকার বিভিন্ন স্তরে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য মানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন। মন্ত্রী মানসম্মত শিক্ষক গড়ার লক্ষ্যে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানান। সরকার আসার পর ২১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। এজন্য বাজেটে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সীমিত সম্পদ ও বিশাল জনগোষ্ঠীকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জীবনমুখী শিক্ষা, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এ চ্যালেঞ্জকে শক্তিতে পরিণত করতে পারে। তাই এবারের শিক্ষানীতি হবে প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মানবসম্পদ গড়ে তুলতে জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। এজন্য কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হবে।